Arthakantha (Fourthnightly) 1st January, 2011

জাতীয় স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধির জন্য চাই দেশপ্রেম এবং তারুণ্যের সযত্ন পরিচর্যা

এম সবুর খান, চেয়ারম্যান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

এম সবুর খান: 'এ সেলফ-মেড বিজনেসম্যান' *(দ্য ডেইলি স্টার, মে ২০০৫)*; প্রাইমমিনিস্টার'স আইসিটি টাস্ক ফোর্স-এর সদস্য; ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান; ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি। এছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ নানা সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'যেখানে সংকট নেই, প্রতিবন্ধকতা নেই, জীবন সেখানে উদ্যমহীন।' এমন উপলব্ধির সংগ্রামশীল ও স্বপ্নবাজ তারুণ্যের প্রতিনিধি এম সবুর খান। সম্প্রতি তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন অর্থকণ্ঠের প্রতিবেদক কাজী নূরউদ্দিন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ: শিক্ষা ও জাতীয় সমৃদ্ধি'র নানা প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁদের কথোপকথন তুলে ধরা হলো।

এম সবুর খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি ড্যাফোডিল গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান। এই সময়ের তারুণ্যের প্রতিনিধি ও উদ্যোক্তা ব্যক্তিত্ব সবুর খানের আশাবাদ, 'স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধিহীন চার দশকের স্বাধীন সংকটাপন্ন আজকের বাংলাদেশও একদিন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছুবে। তীব্র দহন, বঞ্চনা ও শোষণবৃত্তে আবদ্ধ এদেশবাসীর মুক্তি আসবে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমে এবং অবশ্যই তরুণদের নেতৃত্বে। স্বাধীনতা-পরবর্তী এদেশের সর্বাধিক অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অবদমিত জনগোষ্ঠী; এদেশের তরুণ প্রজন্মই বিদগ্ধ-শাণিত চেতনায় জাগরণ ঘটাবে। আবারও শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলন হবে এদেশে।'

অর্থকণ্ঠ: বর্তমান সরকার একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই ডিজিটাল বাংলাদেশটি কেমন হবে এবং এর কি রকম সুফল আমরা পাবো। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য।

এম সবুর খান: একটি আধুনিক, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন হবে এবং এতে জনগণের যেমন অংশগ্রহণ থাকবে তেমনি জনগণও এর দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারবে নানাভাবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ নিবিড় হবে এবং তথ্যগতভাবে প্রতিটি মানুষ অগ্রগামী হবে। ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে রাষ্ট্র ও নাগরিক সম্পর্কের নানাবিধ প্রয়োজনীয় সব তথ্য পরিসংখ্যান; ছবি, তথ্য ও সংবাদ। 'ন্যাশনাল আইডি কার্ড' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যার সূচনা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জটি নিহিত আছে এই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মধ্যে। তবে এর আওতায় চলমান কার্যক্রম দ্রুত ও অর্থপূর্ণভাবে এগুতে পারছে বলে মনে হয় না।

অর্থকণ্ঠ: ন্যাশনাল আইডি কার্ডের মাধ্যমে ব্যক্তির কি কি তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে; যার দ্বারা ব্যক্তি নিজে এবং রাষ্ট্রও উপকৃত হতে পারবে?

এম সবুর খান: ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু; মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মজীবন ও সংসার-বৃত্তান্তের সমুদয় তথ্য-উপাত্তই এই ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এখানে প্রতিটি নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কটি হতে হবে নিবিড়। ব্যক্তিও প্রয়োজনমাফিক রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ এবং ইত্যাকার কর্মযজ্ঞের সুফল বিষয়ে অবগত হতে পারবে। আসলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণাটিও চলমান প্রক্রিয়ায় যেতে হবে– তবেই এটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে এবং এর সুফল মানুষ ভোগ করতে চাইবে। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন এটির প্রয়োগ হতে পারে তেমনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনমান নিরূপণের ক্ষেত্রেও এই তথ্যসমগ্র কাজে আসবে। নিত্যব্যবহার্য পণ্যের চাহিদা, জোগান ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই ন্যাশনাল আইডি'র সুফল পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ টোটাল জনগোষ্ঠীর শ্রেণীবিন্যাসিত তথ্য-উপাত্তই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের আওতায় সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটা করাই অপরিহার্য।

অর্থকণ্ঠ: ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেশের বাইরে একজন ব্যক্তির জন্য কিভাবে কাজে আসতে পারে? – এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

এম সবুর খান: ন্যাশনাল আইডি কার্ড তো দেশের বাইরে ব্যক্তির জন্য একটি নিরাপত্তা-ব্যূহ তৈরি করে দিতে পারে। আসলে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ধারণাটি হলো ব্যক্তির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল তৈরির চলমান প্রক্রিয়া; যাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার আড়ালে ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হবে। যেমন– ডেট অব বার্থ, প্লেস অব বার্থ, পেরেন্টস ন্যাম, এড্রেস লাইন, ব্লাডগ্রুপ ও হেলথ স্টেটাস, লিগ্যাল স্টেটাস, এডুকেশন এন্ড জব স্কিলস এবং ইনকাম স্টেটম্যান্টস পর্যন্ত থাকবে– যা তাকে সুরক্ষা দিবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসের এবং নিজের দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতা নিতে সক্ষম হবে। বিদেশে জব সার্চ, বিজনেস সার্চ কিংবা সিটিজেনশিপ আবেদনের ক্ষেত্রেও আইডি কার্ডের তথ্যসমূহ ব্যক্তিকে সম্ভাবনার দুয়ারে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য অবশ্যই ন্যাশনাল আইডি কার্ডটি আন্তর্জাতিক মান এবং তথ্য ও নিরাপত্তায় সুরক্ষিত হতে হবে।

অর্থকণ্ঠ: জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ জনশক্তি কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব? দেশের শ্রমশক্তির বিশাল অংশের জন্য বেকারত্ব অন্যতম অভিশাপ। – এ থেকে উত্তরণের পথ কি?

এম সবুর খান: দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রথম ও প্রধানতম হাতিয়ার হলো শিক্ষা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিস্তৃত মানুষের জীবনে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনই মুখ্য। সুষম খাদ্য যেমন মানুষের দৈহিক বিকাশ নিশ্চিত করে; তেমনি সময়োপযোগী অপরিহার্য শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তাঁর মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাতীয় লক্ষ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন একটি সমৃদ্ধ জনমানস অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশ। সুতরাং যে অর্থে শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে জাতীয় উন্নতির সোপান কিংবা জাতির মেরুদণ্ড; অবশ্যই সেটি হতে হবে জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক। ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষা অবলম্বন হিসেবে হবে নির্ভরশীল ও শক্তি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের শিক্ষানীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা অন্তঃসারশূন্য; যা মোটেই সময়োপযোগী আধুনিক ও জীবন-জীবিকামুখী নয়। প্রচলিত শিক্ষা দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণে যেমন ব্যর্থ; তেমনি এটি অক্ষম, ব্যক্তিকে কর্মপ্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। একটি কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুদীর্ঘ চার দশকের ব্যর্থতার কারণেই দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বেকারত্বের কারণ। শিক্ষা জাতীয় উন্নতির ভিত রচনা করবে– তখনই জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসটি সার্থক হয়। একটি দক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষা নীতিমালা ব্যতীত তা সম্ভব নয় কখনো।

অর্থকণ্ঠ: ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে তরুণ প্রজন্মের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলুন।

এম সবুর খান: কম্পিউটার ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিতে ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞে নির্মিত হবে আগামীদিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ; যা গড়ে তুলতে প্রভূত অবদান রাখতে পারে নতুন প্রজন্ম। কেননা তারাই কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তির চালিকাশক্তি। সুতরাং এই নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হবে জাতীয়

বিনির্মাণের কর্মকাণ্ডে। গড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত দক্ষতায়। অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে গ্রহণ, বর্জন, অনুসরণ, অনুকরণ ও চর্চার বিষয়ে তাদের হতে হবে সচেতন, সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ। এজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখতে হবে সামনে। আগামীদিনের ডিজিটাল বাংলাদেশের নেতৃত্ব দানের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে সযত্ন নিবিড় পরিচর্যায়। জাতীয় লক্ষ্য, সম্পদ, সম্ভাবনা ও সংকট এবং চ্যালেঞ্জ বিষয়ে তাদের পরিপূর্ণ অবহিতকরণ তাই একান্তভাবে জরুরি।

অর্থকণ্ঠ: দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দেশের কর্পোরেট জগতের চাহিদা পূরণ কিভাবে সম্ভব?

এম সবুর খান: দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অন্তঃসারশূন্য; যা মোটেই সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। সনদ-সর্বস্ব প্রচলিত শিক্ষা অবকাঠামো দেশের কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের চাকা সচল রাখা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য; চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও সরবরাহে অপ্রতুল; অকার্যকর। দেশের কর্পোরেট সেক্টরের চাহিদামাফিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিতরণকৃত শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে না। দুঃখজনক হলো, কোন্ খাতে কি পরিমাণ শিক্ষিত ও কতটা দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল আমাদের তৈরি করতে হবে– এমন কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ কখনো আমাদের বাস্তবতায় দেখা যায়নি। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা পড়ানো হয় তা শিক্ষার্থীদের জীবনে কোন্ কাজে আসবে এবং একজন মানুষ জ্ঞান বিশেষ দক্ষতা নিয়ে বেড়ে উঠবে এবং পরবর্তী সময়ে তার জীবন-জীবিকা নির্বাহে তা কতটা নির্ভরশীল অবলম্বন হবে– এটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। এমনি প্রেক্ষাপটে, বেসরকারি উদ্যোগে সাম্প্রতিক সময়ে নানামুখী স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট গড়ে উঠেছে। এছাড়া দু'দশক ধরে বেসরকারি খাতে উচ্চশিক্ষা দানের একটি অবকাঠামোও তৈরি হয়েছে; যাতে দেশের কর্পোরেট সেক্টরের চাহিদা পূরণে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত আছে– তবে এটিও পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত নয়। মূল কথা হলো, আমরা যে জেনে আসছি, 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'– এই কথাটির মর্মার্থ উপলব্ধি ও অনুসরণে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাই জাতীয় পশ্চাৎপদতার ও বিপন্নতার কারণ। একথায়, শিক্ষা নামের জাতীয় মেরুদণ্ডটি ক্যান্সার-আক্রান্ত; দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত। যা কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিত এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনে চরম অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

অর্থকণ্ঠ: আমরা জানি, ব্যবসা ও শিক্ষা সম্প্রসারণ উদ্যোগে বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন আপনি। বৈদেশিক কর্মসংস্থান পাওয়া ও রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে আমাদের করণীয় কি?

এম সবুর খান: এ ক্ষেত্রে একটি শুভসূচনা হয়েছে বলে মনে করি। বিশেষত, যারা তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ এবং কারিগরি শিক্ষায় সমৃদ্ধ তাদের জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। গতিশীল বিশ্বের গতির সঙ্গে বাংলাদেশবাসীকেও তৈরি হতে হবে এমন একটি ভাবনাও রয়েছে বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণ প্রয়াসে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে গোটা বিশ্বই প্রায় করায়ত্তে এসে গেছে আমাদের। সুতরাং এখানে আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে গ্লোবাল ভিলেজ তথা বিশ্বগ্রামের অন্যসব পাড়া-মহল্লাগুলোর সঙ্গে। সাইবার নেটওয়ার্কিংয়ের যুগে প্রতিবেশী কিংবা দূরের দেশগুলোও আমাদের অনেক কাছের এবং সেসব দেশের মানুষগুলোও। এখন ভাব-বিনিময় ও কাজের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা পাচ্ছি। এই যে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, এক দেশের নাগরিকের সঙ্গে অন্য দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে যোগাযোগ, নানারূপ বিনিময়– এই সম্পর্কটির চর্চা করতে হবে দক্ষতার সঙ্গে এবং নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বাজার অন্বেষণে তথ্যপ্রযুক্তি যোগাযোগকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, অর্থ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে শ্রমশক্তির আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণে যেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ, অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। সর্বোপরি এসব প্রচেষ্টায় তখনই সুফল বয়ে আনবে, যখন এসব কর্মপ্রয়াস বাস্তবায়নে দেশাত্মবোধ চেতনার স্ফূরণ ঘটবে। অবশ্যই সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি প্রেম, মমতা ও সংবেদনশীলতায় উৎসারিত ও উৎসর্গীকৃত হতে হবে জাতীয় নেতৃবৃন্দের অকৃত্রিম প্রয়াস।

> 'স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধিহীন চার দশকের স্বাধীন সংকটাপন্ন আজকের বাংলাদেশও একদিন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছুবে। তীব্র দহন, বঞ্চনা ও শোষণবৃত্তে আবদ্ধ এদেশবাসীর মুক্তি আসবে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমে এবং অবশ্যই তরুণদের নেতৃত্বে। স্বাধীনতা-পরবর্তী এদেশের সর্বাধিক অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অবদমিত জনগোষ্ঠী; এদেশের তরুণ প্রজন্মই বিদগ্ধ-শাণিত চেতনায় জাগরণ ঘটাবে। আবারও শৃঙ্খল মুক্তির আন্দোলন হবে এদেশে।'

অর্থকণ্ঠ: একটি মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠার জন্য গবেষণা কর্মের কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা কর্ম সম্পর্কে বলুন।

এম সবুর খান: এই একটি বিষয়ে আমরা বড় বেশি পিছিয়ে আছি। একসময়ের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড থেকে বর্তমানের নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো– কোথাও গবেষণা কর্মের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় না। ডিগ্রি প্রদানের জন্য আবশ্যক বিবেচনায় যা কিছু গবেষণামূলক কাজ হয় তারও বাস্তব প্রয়োগ নেই। 'নিড-বেসড রিসার্চ' নেই বলেই তো আমরা পিছিয়ে আছি স্বদেশ মায়ের কোলে অফুরান ও অমিত সম্ভাবনা থাকার পরও। এর কারণ রিসার্চ ইনিশিয়েটিভসের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তার জোগান নেই– সরকারি কিংবা বেসরকারি খাত থেকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ কিংবা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোগ্য। অর্থাৎ চিন্তার বৃত্ত-বলয় বিস্মৃত না হলে, নতুন সৃষ্টির জন্য আইডিয়া জেনারেশন ব্যতীত তো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব নয় এবং বিরাজমান ও উদ্ভূত সংকট মোকাবিলাও অসম্ভব।

অর্থকণ্ঠ: আরেকটি জাতীয় বিজয় দিবস উদযাপনের সময় নিকটবর্তী; যা ৪১তম বার উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও জাতীয় স্বনির্ভরতা-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের চার দশকের মূল্যায়ন কিভাবে করা যায়?

এম সবুর খান: মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। চিন্তার সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই মানুষ সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এযাবত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় টেনে এনেছে। মহাকালের শুরু থেকে এ অবধি মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণাকর্মের নিরন্তর প্রয়াসে জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। কিন্তু বহু আত্মত্যাগে; রক্তাক্ত পথ-পরিক্রমায় আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি সত্য, কিন্তু স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারিনি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ উদযাপনের বিষয় হয়েছে; মানুষের মুক্তির উপলক্ষ ও অবলম্বন হতে পারেনি। ফলে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, বিত্ত-বৈষম্যে সংকট বিস্তৃত হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের প্রতিটি ক্ষেত্রে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এমনই এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা সম্পূর্ণ অর্থেই পরনির্ভরশীল, ঋণ, সাহায্য, দান-অনুদানে নিজেদের টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াসে অন্ধকার পথ অতিক্রম করছি এবং আরও অধিক অন্ধকার ও বিপন্নতার দ্বারপ্রান্তে ছুটছি। এদেশের ষোল কোটি মানুষের হাতগুলোকে কর্মীর হাত বানাবার যেমন প্রয়াস নেই; তেমনি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাঝেও স্বদেশী চেতনায় স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ হওয়ার দৃঢ়তা নেই। অথচ বায়ান্ন থেকে একাত্তর পর্যন্ত যে আত্মত্যাগে শৃঙ্খলমুক্ত হতে চেয়েছে, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছে এদেশবাসী; তা আজও সম্ভব হয়নি। একসময় 'বটমলেস বাস্কেট' বলে যে দুর্নাম ছড়িয়েছিল আমাদের; তা মুছে ফেলা যায়নি বরং আজ উপলব্ধি করছি, বর্তমান ও বিগত সময়ের সরকারী কর্মযজ্ঞে ঋণ সাহায্য, দান-অনুদান ও পরামর্শ প্রার্থনায় জাতীয় নেতৃবৃন্দের হাতগুলো প্রসারিত হয়ে আছে বাহিরপানে। শুনে কষ্ট পাবেন এবং প্রকাশ করতেও আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে– 'বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি; ইট ইজ এ ট্রেজার আইল্যান্ড ফর ফরেনার্স এবং 'বেগারস বাস্কেট' ফর ইট'স পিপল।